cwZeÜx e¨w³i Ašf³Ki‡Y AbmiYxq mdj D‡`¨vM

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নির্দেশিকা

বাংলাদেশে প্রায় ৩২ লাখ প্রতিবন্ধী তরুনের চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব রয়েছে। এর একটা কারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (*Technical and Vocational Education and Training- TVET*/টিভিইটি) প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিটিই) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায়, এর ১১৮টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী করে তুলতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এই নির্দেশিকায় সেই পদক্ষেপগুলোর একটি সামগ্রিক চিত্র ও বাস্তবমুখী পরামর্শ পাওয়া যাবে, যা অন্যান্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়গুলো অনুসরণ বা অনুকরণ করতে পারে।

KwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii ARb

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবন্ধী তরুণদের কথা ভেবে নতুন করে ঢেলে সাজানোর পর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে **৩৫৭** জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-র সহযোগিতা নিয়ে এই পদক্ষেপগুলো নেওয়ার আগে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল **৫৬** জন।
- নয়টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোর (ডিপিও) সঙ্গে অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন **১১৮**টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের **৯৯**টি প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ক বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিটিই-র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তকরণ মডেল তুলে ধরা হচ্ছে।
- **১২** ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনায় এনে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা পরিবীক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।

f¦gKv

খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ মতে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯.০৭ শতাংশ কোনো না কোনো প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জীবন ধারণ করছেন। নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেও বোঝা যায়, প্রতিবন্ধিতা ও দারিদ্রের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশে সাধারণ তরুণদের তুলনায় প্রতিবন্ধী তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার চোখে পড়ার মতো বেশি। বেকার দিনযাপন করছেন এমন প্রতিবন্ধী তরুণের সংখ্যা প্রায় ৩২ লাখ।

এত বড় ও সম্ভাবনাময় কর্মশক্তিকে বাইরে রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা করা এই দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এই নাগরিকদের দরকার তাদের জন্য বাজার চাহিদা অনুযায়ী সহায়ক বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যেন তারা উপযুক্ত কাজ খুঁজে পান এবং দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারেন।

mg¯Z kgk³ i ¯bðqZv

বাংলাদেশে দক্ষ শ্রমশক্তির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অথচ এত বড় সংখ্যক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুবিধার্থে সমন্বিত শ্রমবাজারের সুফলের কথা চিন্তা করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি) ২০১১-তে বেশ কিছু বিধান রাখা হয়েছে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়।

এনএসডিপিতে সুপারিশ করা হয়, সব ধরনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৫ শতাংশ ভর্তি কোটা রাখা; প্রয়োজনে উপবৃত্তি, হোস্টেল সুবিধা ও যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখারও সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায্য ব্যবস্থার *(রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন)* কথা বলা হয়।

cWZeWÜZv Kx?

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে বলা হয়েছে, ‘প্রতিবন্ধিতা’ অর্থ যেকোনো কারণে দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং সে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে সে ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

বাংলাদেশে ১২ ধরনের প্রতিবন্ধিতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে:

- অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস
- শারীরিক প্রতিবন্ধিতা
- মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা
- বাক প্রতিবন্ধিতা
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা
- শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা
- সেরিব্রাল পালসি
- শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা
- ডাউন সিনড্রোম
- বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা
- অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা

সূত্র: প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

KwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii cqvm

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিটিই), কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক করতে বেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে (টিভিইটি) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা রাখা এবং একজন প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জেষ্ঠ্য কর্মকর্তাকে *ফোকাল পারসন* হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, মন্ত্রণালয়সমূহ, আইএনজিও/এনজিও/ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তিকরণ পরামর্শক দল" (*ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুশন অ্যাডভাইসরি গ্রুপ*) প্রতিষ্ঠা করেছে, যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ এবং/অথবা নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এতে করে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আরও বেশি প্রতিবন্ধী-বান্ধব হয়ে উঠতে তাদের নির্দেশনা ও সমর্থন নিশ্চিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ ৫ শতাংশ কোটার কার্যকর বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে যেন তারা তাদের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, বাজেট, ক্রয় পরিকল্পনা, কর্ম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ উপাত্ত এসবের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি রাখার ব্যাপারটি বিবেচনা করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলো (ডিপিও) বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর সঙ্গে টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যেন এতে করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণের চাহিদা বাড়ে।

১২টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি, ঝরে পড়া, পাসের হার সম্পর্কিত তথ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরইমধ্যে টিভিইটি ব্যবস্থাপক ও ইন্সট্রাক্টরদের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। আর এই নির্দেশিকা অনুসরণ করে ১১৮ জন ভাইস প্রিন্সিপাল, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টরদের চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যারা পরবর্তীকালে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

প্রতিবন্ধিতা সহায়ক আইন ও নীতিমালা

আইন, নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এগিয়ে চলার ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের সনদ (ইউএনসিআরপিডি/UNCRPD)

ইউএনসিআরপিডি কোনো বৈষম্য ছাড়া অন্যান্যদের মতো সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণ ও বৃক্তিমূলক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করাকে স্বীকৃতি দেয়। ২০০৭ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ ইউএনসিআরপিডি অনুসমর্থন করেছে। আর এর ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান অনুসমর্থন করেছে ২০০৮ সালের ১২ মে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

৩ অক্টোবর ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন পাশ করেছে বাংলাদেশ। এই আইনে বলা হয়েছে ভর্তির ব্যাপারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোটা তৈরি করতে পদক্ষেপ নিতে হবে; প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দিতে হবে; প্রতিবন্ধী সহায়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করতে তাদের উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হার বাড়াতে এসব ইন্সটিটিউটে তাদের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে; প্রতিবন্ধী বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুমোদন করে। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এর মধ্যে আছে সব ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যুনতম ৫ শতাংশ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২০১৬ সালের ৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী "দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণ" শীর্ষক জাতীয় কর্মকৌশল অনুমোদন করেন।

thme c`‡ÿc tblqv th‡Z cv‡i

টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে এমন মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরগুলো বেশ কিছু বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগকে আরও সুদৃঢ় করবে। এর মধ্যে রয়েছে:

ক. নীতি প্রবর্তনের জন্য প্রক্রিয়া

১. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১-তে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। আর তা ঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়গুলোর সকল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে একজন জেষ্ঠ্য কর্মকর্তাকে *ফোকাল পারসন* হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া।

৩. ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুশন অ্যাডভাইসরি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা। এই গ্রুপ সুনির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব মেনে; সরকারি অধিদপ্তরগুলোতে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণে নীতিমালা প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি *ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুশন অ্যাডভাইসরি গ্রুপ* প্রতিষ্ঠা করেছে, যেন প্রতিবন্ধিতা বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ডিটিইর টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেওয়া পদক্ষেপ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এই গ্রুপে সদস্য হিসেবে আছেন সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রণালয়, ডিপিওসমূহ ও নিয়োগদাতারা। এই গ্রুপ ডিটিইকে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট প্রণয়নে সহযোগিতা করে, যাতে করে প্রতিবন্ধী সহায়ক কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন ও তদারকি সুনিশ্চিত হয়।

৪. জাতীয় নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রিন্সিপালদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা। যেন তারা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ভালো করে জানেন ও বোঝেন এবং ডিটিই ও অন্যান্য সংস্থাগুলোর এ সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলো অনুধাবন করতে পারেন। এ ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে *ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুশনের* পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় কর্মীদেরকে বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে অবগত রেখে তাদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো যায়।

খ. দক্ষতার উন্নয়ন ও অংশীদারিত্ব

৫. প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল এবং সিনিয়র ইন্সট্রাক্টরদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এতে করে তারা বুঝতে পারে টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবেশগম্য হয়ে ওঠার পথে কী কী বিষয় বাধার সৃষ্টি করছে, কীভাবে এসব বাধা দূর করা যায়, এমনকি কীভাবে এই বাধাগুলো চিহ্নিত করা যায় তাও তারা জানতে পারেন। ফলে এসব বাধা দূর করতে করণীয় ঠিক করতে পারেন। পাশাপাশি কীভাবে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ১২ ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, এ ব্যাপারেও তারা অবহিত হন। প্রশিক্ষণে তাদের সকল শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণের বিষয়টিও শেখানো হয়।

ডিটিই এরই মধ্যে খুলনা, বগুড়া, চট্টগ্রাম এবং ঢাকার টিভিইটি ইন্সটিটিউটগুলোর ১১৮ জন ভাইস প্রিন্সিপাল, প্রধান ইন্সট্রাক্টর *ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুশন* সম্পর্কিত তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ *(TOT)* এবং একটি দিনব্যাপী রিফ্রেশার কোর্স করিয়েছে। ভাইস প্রিন্সিপাল, প্রধান ইন্সট্রাক্টররা যেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য নির্দেশকদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, এ জন্য তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন করা জরুরি।

৬. প্রতিষ্ঠান ও এর সহযোগী সংস্থাগুলো কতটা প্রতিবন্ধীবান্ধব বা প্রবেশগম্যতা নির্ণয় করা। এর মধ্যে আছে অবকাঠামোগত দিক (ভবন ও প্রশিক্ষণ রুম, টয়লেট ইত্যাদি), একই সঙ্গে উপকরণগত বিষয়াবলী (যেমন ব্রেইল, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সফটওয়্যার, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারা ভাষা ইত্যাদি)। এ ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রবেশগম্যতার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে এবং তা উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে পারে।

৭. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলো (ডিপিও), প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থা এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরি করা। যেন প্রতিবন্ধিতা সহায়ক কর্মপরিকল্পনা ও ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে কারিগরি সহায়তা পাওয়া সম্ভব হয়। তারা শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র, প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

ডিটিই এর সকল টিভিইটি প্রতিষ্ঠানকে একটি আদেশ জারি করে বিভিন্ন ডিপিওসমূহের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করতে নির্দেশ দিয়েছে, যাতে করে সকল সরকারি ও বেসরকারি টিভিইটি প্রতিষ্ঠানে ৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তি কোটার লক্ষ্য পূরণ হয়। এখন পর্যন্ত টিভিইটি প্রতিষ্ঠান ও ডিপিওসমূহের মধ্যে বেশ কয়েকটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

৮. বাংলাদেশ *এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন* (বিইএফ) এবং বিজিএমইএ-র মতো ব্যবসায়িক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগসূত্র তৈরি করা, যাতে করে উত্তীর্ণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা কী করে চাকরি পেতে পারে এবং কী ধরনের পেশার চাহিদা আছে তা জানা সম্ভব হয়। বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি নেটওয়ার্কের (বিবিডিএন) সাথেও একটি যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে।

গ. টিভিইটি ব্যবস্থার মূলধারায় প্রতিবন্ধিতা

৯. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর থেকে টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা তাদের বাজেট ও ক্রয় পরিকল্পনাসহ বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণ নীতি গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে থাকবে টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রবেশগম্য করতে পদক্ষেপ ও কার্যাবলী গ্রহণ করা; উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণ করা।

১০. বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা, যেন টিভিইটি প্রতিষ্ঠান প্রবেশগম্য হয় এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণে উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা (রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন) করা যায়।

১১. টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়টিকে একটি নির্ণায়ক হিসেবে রাখা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুসরণ করে বিভিন্ন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কারিগরি স্কুল ও কলেজের ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের তথ্য বিশ্লেষণ করে ডিটিই-র ৪০০ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর একটি তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে এই তথ্য ভাণ্ডার ডিটিইকে সাহায্য করছে। ডিটিইর প্রতিবন্ধী সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত নিতেও এই তথ্যগুলো সাহায্য করে।

১২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-তে ১২ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি তথ্যে শিক্ষার্থী কোন প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত, তাদের ঝরে পড়া ও পাসের হারের তথ্যগুলো সংরক্ষণের জন্য অধ্যক্ষদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘ. পরিবীক্ষণ ও প্রচার

১৩. টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য কিছু প্রতিবন্ধীবান্ধব মডেল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১৪. নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ মডিউল ও তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ যেমন গাইড, লিফলেট, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সফলতার গল্প এবং যারা পাস করার পর কর্মক্ষেত্রে সফল হয়েছে তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা। যেন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে উৎসাহিত ও সমর্থন করা হয়।

১৫. *ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুশন অ্যাডভাইসরি গ্রুপের* মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রকাশ করা।

cÖZeÜZvi aviYv

c‡ekMg¨Zv

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদে (ইউএনসিআরপিডি) প্রবেশগম্যতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ‘‘প্রবেশগম্যতা’’ অর্থ ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন, যোগাযোগ, তথ্য, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্য সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মতো প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমসুযোগ ও সমআচরণ প্রাপ্তির অধিকার পাবেন।” এটা সকলের জন্য সুবিধাজনক, যেমন ঢালুসিঁড়ি (*র‍্যাম্প*) রাখার ব্যবস্থা হলে এতে শুধু হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীরাই সুবিধা পাবেন না, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশুদের বহন, বাইসাইকেল চালক তাদেরও সুবিধা হবে।

mveRbxb bKkv

জাতিসংঘের *CRPD*তে বলা হয়েছে, "সার্বজনীন নকশার অর্থ পণ্য, পরিবেশ, কর্মসূচি ও সেবার নকশা এমনভাবে করতে হবে যা সব ধরনের ব্যক্তির জন্য ব্যবহার উপযোগী হয়। নকশা নির্মাণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, তা যেন অভিযোজন বা বিশেষায়িত নকশার প্রয়োজন না পড়ে।"

Dc‡hvMx cwi‡ek I b¨vh¨ e¨e¯v (*wiR‡bej A¨v‡Kv‡gv‡Wkb*)

জাতিসংঘের সিআরপিডিতে বলা হয়েছে, "উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য ব্যবস্থা বলতে বোঝাবে প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করা।" যেমন *হুইলচেয়ার* ব্যবহার করেন এমন একজনের জন্য একটু উঁচু টেবিল, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এমন ব্যক্তির জন্য প্রশিক্ষণে একটু বেশি সময় ব্যয় করা, ইত্যাদি।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ

‘কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণ’ শিরোনামে ডিটিই ও আইএলও যৌথভাবে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। টিভিইটির ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষকদের জন্য প্রকাশিত এই বাস্তবমুখী নির্দেশিকায় আছে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণ সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা, পরিকল্পনা, উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা।

নির্দেশিকাটি পাওয়া যাবে:
www.ilo.org/dhaka/WCMS_543304/lang_en/index.htm

we-†mc Kx

বাংলাদেশ স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকটিভিটি (বি-সেপ) কানাডা সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত একটি প্রকল্প যা বাস্তবায়ন করছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। বি-সেপ বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায় স্বীকৃত, সবার জন্য গ্রহণযোগ্য, উন্নতমানসম্পন্ন এবং সরাসরি কর্মক্ষেত্রে সংযুক্ত হতে পারে এমন কর্মদক্ষতা তৈরিতে কাজ করে। এ প্রকল্প কারিগরি শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিতে সার্বিক সহায়তা দিচ্ছে।

আরও তথ্যের জন্য দেখুন:

- ilo.org/bangladesh
- techedu.gov.bd
- bteb.gov.bd
- bbdn.com.bd